দৈনিক খবর

তারিখ 30 JUL 1990
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

31

সিলেটে মহা সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক কার্যক্রমে পুরো জাতির অংশগ্রহণ চাই

সিলেট, ২৯শে জুলাই (তথ্য বিবরণী)।-প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ গতকাল বলেন, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা জনগণের শত বছরের আকাংখা পূরণ করেছে।

প্রায় দুই শতাব্দী আগে এই ভূখন্ডে প্রাথমিক শিক্ষার যাত্রা শুরু হলেও সব মানুষ এই শিক্ষার আলো পায়নি। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, মওলানা ভাসানী থেকে শুরু করে অনেক নেতাই এই শিক্ষাকে জনগণের জন্য বাধ্যতামূলক করার দাবী জানিয়েছিলেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট এরশাদের আগে দেশের মানুষের এই প্রাণের দাবী পূরণের কোন কার্যকর উদ্যোগ গৃহীত হয়নি।

প্রধানমন্ত্রী গতকাল সিলেটের রেজিস্ট্রি মাঠে আয়োজিত প্রাথমিক শিক্ষক, মাদ্রাসা শিক্ষক, মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষক, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জাতীয় সংসদসহ সকল গণপ্রতিনিধি, সরকারী কর্মকর্তা, পরিবার পরিকল্পনা মাঠকর্মী ও কৃষি বিভাগের ব্লক সুপারভাইজারদের এক মহাসমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার লক্ষ্যে কাজ করার জন্য অংগীকার গ্রহণের উদ্দেশ্যে এই সমাবেশের আয়োজন করা হয়। প্রবল বর্ষণ উপেক্ষা করে জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে সমবেত শিক্ষক, গণপ্রতিনিধি ও সর্বস্তরের প্রায় বারো হাজার প্রতিনিধি এই সমাবেশে যোগদান করেন। এছাড়াও স্বতঃফূর্তভাবে হাজার হাজার মানুষ এতে অংশ গ্রহণ করেন। সমাবেশ প্রায় ৩ ঘন্টা স্থায়ী হয়। বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে প্রেসিডেন্টের প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা আলহাজ্ব মনসুর আলী সরকার, অর্থ প্রতিমন্ত্রী ফারুক রশীদ চৌধুরী, বাংলাদেশে ইউনিসেফ প্রতিনিধি মিঃ কোল পি ডজ ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক আবুল হোসেন বক্তৃতা করেন। সংসদ সদস্য মাকসুদ ইবনে আজিজ লামা এবং এম এ হান্নান এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

কাজী জাফর আহমদ বলেন, ১৯৯১ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের বাস্তবায়ন কাজ শুরু হওয়ার সময় থেকে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও জনগণের আশা-আকাংখা পূরণে এক নতুন যুগের সূচনা হবে। তিনি বলেন, দেশের মানুষের কল্যাণে প্রেসিডেন্ট এরশাদ সরকারের এটি আরেকটি বৈপ্লবিক ও যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এই পদক্ষেপের সুফল মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌছানোর জন্য সকল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে এবং একটি স্বতঃফূর্ত ও সর্বাত্মক সামাজিক আন্দোলনের প্রথম কাতারের সৈনিকের ভূমিকা পালন করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, যেভাবে ঐক্যবদ্ধ জাতি সম্প্রসারিত টীকাদান কর্মসূচী (ইপিআই)কে সাফল্যমন্ডিত করেছে, সেভাবেই বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীকেও সফল করে তুলবে। শুধু একটি মন্ত্রণালয়, একটি অধিদপ্তর বা কিছু সচেতন মানুষ এমন বিশাল একটি কার্যক্রম সফল করে তোলার জন্য যথেষ্ট নয়। এতে চাই পুরো সমাজের অংশ গ্রহণ। তিনি বলেন, একদিন এদেশে অজ্ঞানতার এমন অন্ধকার ছিল না বরং এ ভূখন্ড ছিল জ্ঞানচর্চার পাদপীঠ। শিক্ষার ক্ষেত্রে আজ কেন আমরা পশ্চাৎবর্তী, তার কারণ আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে এবং শিক্ষার মাধ্যমেই আমাদের পশ্চাৎপদতা কাটিয়ে উঠতে হবে।

প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা আলহাজ্ব মনসুর আলী সরকার বলেন, শিক্ষার মধ্যেই নিহিত আমাদের জাতীয় উন্নয়নের চাবিকাঠি। শিক্ষাই পারে আমাদের স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তুলতে এবং শহীদদের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে।

ইউনিসেফ প্রতিনিধি কোল পি ডজ বলেন, টীকাদান কর্মসূচীতে বাংলাদেশ অসাধ্য সাধন করেছে। ১৯৮৫ সালে যেখানে শতকরা দু'টিমাত্র শিশু এই কর্মসূচীর আওতায় ছয়টি রোগের প্রতিষেধক টীকা পেতো, এখন সেখানে প্রায় শতকরা সত্তর; আশা করা যাচ্ছে এ বছরের শেষ নাগাদ তা শতকরা একশ'তে দাঁড়াবে। মিঃ ডজ বলেন, এভাবেই সমাজের প্রতিস্তরের মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীও সফল করতে পারবে।

অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ প্রাথমিক শিক্ষকদের কল্যাণে গৃহীত বিভিন্ন সরকারী কার্যক্রমকে অভিনন্দিত করে বলেন, প্রাথমিক শিক্ষকরা জাতির প্রতি তাঁদের প্রতিদান দেবে এবং দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করবে।

এর আগে প্রধানমন্ত্রী সিলেটের জনৈকা প্রাথমিক শিক্ষিকা দেবিকা রানী চক্রবর্তীর দান করা ৫ শতক জমির দলিল গ্রহণ করেন। এই জমির ওপর নির্মিত হবে প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলা কার্যালয়। প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন এর নাম হবে 'শিক্ষা ভবন'। পরিশেষে সিলেট সদর উপজেলার চেয়ারম্যান ছয়ফুর রহমান ও জেলা প্রশাসক হাবিবুর রহমান ধন্যবাদ জ্ঞাপক বক্তব্য রাখেন।